দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 25 AUG 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ

ঢাবি ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনাসহ পরবর্তী কয়েকদিনের ঘটনা সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইদ ও শ্রাবণ-কে পরিকল্পিতভাবে খেলার মাঠে সেনাবাহিনীর সাথে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে ড. আনোয়ার খেলার মাঠে পাঠান। পরবর্তীতে তাদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর এক সদস্যের সাথে পরিকল্পনানুযায়ী ঘটনার সূত্রপাত ঘটান। ২১ আগস্ট ঢাকা পৃঃ১১ঃ কঃ৮

ঢাবি ঘটনায় চাঞ্চল্যকর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খালি করার জন্য সরকারী নির্দেশ আসার পর ড. আনোয়ার তার ব্রাইডারের সহযোগিতায় ছাত্রদের হলে অবস্থান করার জন্য মাইকিং করেন। প্রফেসর ড. আনোয়ার ও তার কিছু সহযোগী একটি বিদেশী দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে একাধিক আগে গুলশানের বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও রাজনীতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা করেন। এছাড়া প্রফেসর আনোয়ার এই ঘটনা সংগঠনের জন্য উৎসাহ এবং সহযোগিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ভিসির কাছ থেকে পান। এছাড়া তারা সিএসবি নিউজের ও ইটিভির কাছে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাহায্য চান। তাছাড়া প্রফেসর আনোয়ার বুয়েটের ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে এ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সাহায্য চান।

জিজ্ঞাসাবাদে আরো জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসর ড. আনোয়ার, প্রফেসর ড. হারুন, প্রফেসর মিজানুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সোহরাব, প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিক, প্রফেসর সাইদুর, মুনতাসির মামুন, ঢাবি ছাত্র সাইদ, ঢাবি ছাত্র শ্রাবণ, প্রাক্তন ভিসি প্রফেসর আজাদ, সিএসবি নিউজ এর মালিক ফজলুল কাদের চৌধুরী (বিএনপির সাবেক চৌধুরীর ছেলে), একুশে টিভি (ইটিভি)র আবদুল সালাম, ব্যাংকস গ্রুপের মালিক রউফ চৌধুরী, মোকাম্মেল হোসেন, ড. সাইফুল ইসলাম, ড. সদরুল, ড. হোসেন মাসুদ, ন্যাশনাল ব্যাংক এর চেয়ারপার্সন পারভীন হক সিকদার, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম, ছাত্রলীগ নেতা আশফাকুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি হাসান মামুন এসব ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ড. আনোয়ার ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে নির্বাচনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যদি এটা সফল করা সম্ভব না হয় তবে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেন। সেনাবাহিনীকে গণমানুষের কাছে বিতর্কিত ও হেয়প্রতিপন্ন করা এবং গণমানুষের মুখোমুখি করার চেষ্টা করেছেন।